সংবাদ

তারিখ 25 JUL 2005
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

শাহজাদপুরে ৩২ শিক্ষকের বকেয়া পৌনে ১৯ লাখ টাকা উত্তোলনে অনিশ্চয়তা

প্রতিনিধি, শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ)

শাহজাদপুর উপজেলার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩২ শিক্ষকের বকেয়া বেতন-ভাতার ১৮ লাখ ৬৪ হাজার ৫৭৫ টাকা উত্তোলন নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও শুধু স্থানীয় সোনালী ব্যাংক শাখার কর্মকর্তাদের চরম অবহেলা ও গাফিলতির কারণে শিক্ষকরা তাদের বেতন-ভাতা তুলতে পারেননি। বিক্ষুব্ধ শিক্ষকরা ব্যাংক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সোনালী ব্যাংকের উপব্যবস্থাপকের কাছে লিখিত অভিযোগ পেশ করেছেন।

জানা গেছে, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের গত অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের বরাদ্দ থেকে উপজেলার ৩২ জন শিক্ষকের বকেয়া বেতন-ভাতা প্রদানের অনুমোদন দেয়া হয়। এ সংক্রান্ত কাগজপত্র ৩০ জুন উপজেলা শিক্ষা অফিস থেকে স্থানীয় সোনালী ব্যাংকে পাঠানো হয়। ব্যাংক কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের বকেয়া বেতন-ভাতার মোট ১৮ লাখ ৬৪ হাজার ৫৭৫ টাকা এলএসসি করার পর তা উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিসে পাঠায়। কিন্তু হিসাবরক্ষণ অফিস থেকে বেতন-ভাতার বিল পাস হয়ে আসার আগেই ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জুন ক্লোজিংয়ের অজুহাতে লেনদেন বন্ধ করে দেয়। অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়, শিক্ষকরা উৎকোচ দিতে অস্বীকার করার কারণে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে অডিঘড়ি করে লেনদেন বন্ধ করে দেয়।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোক্তার হোসেন জানান, দীর্ঘদিন চেষ্টার পর অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে মন্ত্রণালয় থেকে বকেয়া বেতন-ভাতা উত্তোলনের অনুমোদনপত্র আনা হয়। ব্যাংক কর্মকর্তাদের খামখেয়ালিপনার কারণে মন্ত্রণালয়ের পুনরুদ্দেশের জন্য শিক্ষকদের আবার দৌড়ঝাঁপ করতে হবে। তিনি জানান, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পুনরাদেশ ছাড়া ওই বেতন-ভাতা তোলা যাবে না।

এ ব্যাপারে সোনালী ব্যাংকের ম্যানেজার আমিনুল হক সংবাদকে জানান, ব্যাংক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সত্য নয়। তিনি জানান, হিসাবরক্ষণ অফিস বিল পাস না করায় শিক্ষকরা বেতন-ভাতার টাকা তুলতে পারেননি। তিনি আরও জানান, শিক্ষকদের বেতন প্রদানের জন্য ৩০ জুন রাত ১২টা পর্যন্ত ব্যাংকের লেনদেন চালু রাখা হয়েছিল।